আজকের কাগজ

তারিখ ... 19 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

164

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

নীলফামারীতে ৬০ হাজার শিশু স্কুলে যায় না

নীলফামারী থেকে আমিরুজ্জামান জানান, জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম খুব ধীরগতিতে চলছে। প্রথমে এর কার্যক্রম খুব জোরেসোরে চললেও এবার সে ধরনের কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জেলার ৬০ হাজারেরও বেশি শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। এদের স্কুলগামী করার কোনো উদ্যোগও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ব্যাপক সংখ্যক এসব শিশু কেন স্কুলে যাচ্ছে না তার সঠিক কারণ পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট বিভাগে। এ জেলায় ২টি পৌরসভা ও ৬১টি ইউনিয়নে শিশুদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ কমিটি রয়েছে। এছাড়া অনেকস্থানে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই ঢিলে হিসেবের কারণ জানা গেছে, কমিটির অনেক সদস্য-সদস্যা সভায় আসেন না। কিন্তু ঐসব সদস্যের হাজিরা বাড়ি কিংবা রাস্তায় ধরে সভা দেখানো হয় ঠিকই। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচি পিছিয়ে পড়ছে জেলায়।

চুনারুঘাটে ১১৪টি গ্রামে কোনো স্কুল নেই

চুনারুঘাট থেকে হাছান আলী জানান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চুনারুঘাট থানায় ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেও শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষা উপকরণের তীব্র সংকটের ফলে থানার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ফলে থানার হাজার হাজার শিশু-কিশোর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চুনারুঘাট থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ১২ হাজার শিশু স্কুলে যায় না। চুনারুঘাট থানায় ১১১টি সরকারি, ৪২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ থানায় ১০টি ইউনিয়নে গ্রাম রয়েছে ৩৬৭টি। সরকারি নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার কথা থাকলেও ১১৪টি গ্রামে কোনো স্কুল নেই। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে রয়েছে নানা ঘাপলা। জানা গেছে, থানা সদর ও পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। অথচ থানায় ৮/১০টি বিদ্যালয়ে ১ জন করে এবং ৩৩টি বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ফলে নানাবিধ সমস্যায় থানার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না।

বালাগঞ্জে ৯১টি শিক্ষকের পদ শূন্য

বালাগঞ্জ থেকে সাহিদুল ইসলাম জানান, সবার জন্যে শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিকূল সমস্যাদি বালাগঞ্জ থানার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যমান থাকলেও কর্তৃপক্ষ এসব সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ফলে থানার হাজার হাজার শিশুরা বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। থানায় ১শ' ৪৬টি সরকারি, ২০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। থানার মোট ২শ' ৮৬টি গ্রামে কোনো ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এছাড়া ২১টি প্রধান শিক্ষক ও ৭০টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য রয়েছে। সব মিলিয়ে থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোনো উন্নয়ন হয়নি।

সিলেটে চা শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

মৌলভীবাজার থেকে রাধাপদ দেব সজল জানান, বৃহত্তর সিলেট জেলার চা বাগানগুলোতে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় চা শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বৃহত্তর সিলেটে ১শ' ৩৩টি চা বাগান রয়েছে। অধিকাংশ চা বাগানেই কোনো বিদ্যালয় না থাকায় চা শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার আলো পাচ্ছে না। কিছু কিছু কোম্পানি পরিচালিত বাগানে নামমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকলেও তা দায়সারাভাবে চলছে। এসব বিদ্যালয়ে দুই-একজন বাগান ক্লার্ক নামমাত্র কাজ করে থাকেন। স্কুলের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো নজর নেই। যে সামান্য সংখ্যক বিদ্যালয় রয়েছে তাতেও আবার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণের অভাব রয়েছে। চা বাগান এলাকায় সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি চালু না করার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং চা শ্রমিকদের শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর, চা বোর্ড, চা গবেষণা কর্তৃপক্ষ ও বাগান কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সরিষাবাড়ীতে বই খাতাসহ শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি

সরিষাবাড়ী থেকে আশীষ দে জানান, থানার সর্বত্র নিউজপ্রিন্টের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বই খাতাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মূল্য দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ছেলে মেয়েদের বই খাতা কিনে দিতে গিয়ে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছে। গত ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ করে নিউজপ্রিন্টের দাম বেড়ে যায়। তারপর থেকে দাম কমার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অন্যান্য বছর বোর্ডের বই ছাপানোর আগে কাগজের দাম কিছুটা বাড়লেও পরে স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর বোর্ডের বই ছাপানোর পরেও দাম না কমে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে নিউজপ্রিন্টের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এদিকে নিউজপ্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহের স্বল্পতা দেখে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সাদা কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি করেছে।

গোয়ালন্দে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী আছে স্কুল নেই

গোয়ালন্দ থেকে গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডল জানান, থানার দেবগ্রাম ইউনিয়নের বেতকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ঘর না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা গাছতলায় বসে লেখা পড়া করছে। জানা যায়, ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসের ঝড়ে স্কুল ঘরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা অবহেলা আর খামখেয়ালীপনার জন্যে অদ্যাবধি স্কুলটি মেরামতের কোনো সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি স্কুল ঘরে টিন ও চেয়ার বেঞ্চেরও কোনো হদিস নেই। স্কুলটিতে বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক ও শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। স্কুল ঘর ও চেয়ার বেঞ্চ না থাকায় ছেলে- মেয়েরা গাছ তলায় মাদুর পেতে পড়াশোনা করছে। সাংসদ কাজী কেরামত আলী সম্প্রতি ঐ এলাকা সফরকালে সত্বর বিদ্যালয়টি মেরামতের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন বলে এলাকাবাসীকে আশ্বাস দেন।